কীর্তন-মালা

(চতুর্থ খণ্ড ঃ নিতি-লীলা—দিনর)

শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ

অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী
কচুধরম
চেংকুড়ি, শিলচর – ৭৮৮০০৭

কীর্তন-মালা

(চতুর্থ খণ্ড ঃ নিতি লীলা—দিনর)

শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ

অজা বাবাইসেনা প্রকাশনী
কচুধরম
চেংকুড়ি, শিলচর—৭৮৮০০৭

Kirtan-Mala (vol. 4)
By
Dr K.P. Sinha. M.A., Ph. D., D. Lit.

পইলা সংস্করণ :
১১ নবেম্বর, ১৯৮৮ ইং
শ্রী ভুবনেশ্বর সাধুঠাকুরর জন্মতিথি

প্রকাশনাত :
অজা বাবহিসেনা প্রকাশনী
কচুধরম
পোঃ চেংকুড়ি, শিলচর — ৭৮৮০০৭
জিঃ কাছাড়, আসাম

ছাপানিত :
মা-প্রিন্টার্ছ
মালিগাওঁ, গৌহাটী — ৭৮১০১২

দাম :
রূপা : ৮·০০ হান

ভূমিকা

সংস্কৃত-বহুল ভাবগম্ভীর ভাষালো শ্রীকৃষ্ণলীলা উপস্থাপিত করানির আমার চলমান প্রচেষ্টার * টুকারা আহান—'কীর্ত্তন-মালা'র এ খণ্ড এহান।

শ্রীকালীপ্রসাদ সিংহ

---

* দ্রষ্টব্য : এ লেখকর 'আধুনিক রাস বারো কীর্ত্তনর ধারা' —নাঙর প্রবন্ধ।

সূচীপত্র

বন্দনা বারো গৌরচন্দ্র

১। জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌর বিশ্বম্ভর
শ্রীরাধিকা-ভাবকান্তি-ধর ।
জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর নন্দন ।
হাহা গৌর করুণা-সাগর ।
ভকত-ভ্রমরে প্রেম- রস পিয়া পিয়া
ভাহিতারা আনন্দ-সাগরে ;
করুণা করিয়া প্রভু ! দেনে প্রেম-বিন্দু
ভক্তিহীন এ দীন-জনরে ।

২। জয়রে জয়রে জয় প্রভু হে দয়াল !
(তোর) রাতুল চরণ চেয়া আছু এ কাঙাল ।
অগতির গতি তিহে গৌর গুণমণি !
এ ভব তরাদে দিয়া চরণ-তরণী ।
নদীয়া উদয়-গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
প্রেমর মিঙালে পরকাশ ।
আনন্দর হরিধ্বনি বুজিল হে এ ধরণী
পাপ-অন্ধকার ঐল নাশ ।

৩। জয়রে জয়রে জয় শচীর নন্দন ।
এ দীন-জনরে দেনে রাতুল চরণ ।
অসার সংসার-মাজে আছু মজে বৃথা কাজে
পাহুরিয়া তোর শ্রীচরণ ।
ওহে করুণা-সাগর এ দীনরে দয়া কর
তোর পদে লইলু শরণ ।

৪। জয়রে জয়রে শ্রীশচী-নন্দন গৌরাঙ্গ হে !
এ ভব-সাগর করে পার প্রভু গৌরাঙ্গ হে !
(তোর) রাতুল চরণে লইলু শরণ গৌরাঙ্গ হে !
এ দীন-জনরে কৃপা কর প্রভু গৌরাঙ্গ হে !

৫। জয় শচীর নন্দন জগজনের জীবন

করুণা করেনে এ দীন জনরে।

(তোর) চরণে টানিয়া নিয়া প্রেমধন মোরে দিয়া

পার করে প্রভু! এ ভব-সাগরে

৬। জয় জয় পুণ্যময়/স্বর্ণময়

ছয়-ঋতু-সুসেবন-ধাম।

পুণ্যবতী গঙ্গাতীরে

আছে ধাম নবদ্বীপ নাম!

ধন্য নবদ্বীপ-পুরে জগন্নাথ মিশ্র-ঘরে

শচী উরে অ'য়া অবতার,

বেলেয়া বৈকুণ্ঠপুরী জগত-দুর্লভ হরি

গৌররূপে করের বিহার!

৭। অবতার-শিরোমণি হে!

হাহা প্রভু গৌরা অবতার!

ব্রজেন্দ্র-নন্দন হরি অ'ছে নদে অবতরি,

রাধা-ভাব করে অঙ্গীকার।

রাধা-প্রেমর মহিমা, নিজরূপ-মাধুরিমা,

কৃষ্ণপ্রেমসুখ-আস্বাদন—

এতিন বাঞ্ছা-পুরণে আহেছে শচীভবনে

নিয়া অঙ্গে রাধার বরণ

৮। কেবল করুণা-অবতার

জয় গোরাচান হে আমার।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম পতিত-পাবন—

পাপী তাপী উদ্ধার-কারণ।

ঘরে ঘরে যাচে দের হরিনাম-ধন—

ভবঘোর সাগর-তারণ

৯। ভাগ্যবতী গঙ্গাতীরে গোরা অবতার।

ভাগ্যবান ভক্তসঙ্গে করের বিহার।

প্রেমদাতা-শিরোমণি গৌরাঙ্গ আমার
রসিক ভকত-সঙ্গে (করের) বিনোদ বিহার।
হরিধ্বনি দের গোরা দ্বিবাহু তুলিয়া।
ভাবে গরগর অঙ্গ পড়ের লুটিয়া।
রাধাভাবে অচেতন গৌর গুণমণি।
দিতারা ভকতবৃন্দ জয় জয় ধ্বনি।

১০। গুরুদেব! করে দয়া দীনহীন মোরে।
ডুবিয়া থাইলু ভব অকুল সাগরে।
ভবতাপে দিন মোর গেলগা বিফলে।
ভকতি নাহিল রাঙা কৃষ্ণপদ তলে।
গুরু! তি করুণানিধি পতিত পাবন।
কোটি কল্পতরু জিঙে তোর শ্রীচরণ।
কৃপাবিন্দু দিয়া মোরে এ ভব তরাদে।
রতিভক্তিহীন মোরে থদে রাঙা পদে!

১১। কৃতাঞ্জলি অয়া মি এ অকিঞ্চনে
করুরি প্রণাম বৈষ্ণব-চরণে।
বৈষ্ণব হৃদিত সদাই প্রকাশ
রাধা গোবিন্দর যুগল-বিলাস।
কৃপাময় তুমি হে বৈষ্ণবজন!
দীন হীন মোরে দিয়ো কৃপাধন।

১২। হাবিতা অসার. একমাত্র সার
রাধাগোবিন্দ-চরণ।
এ ভব অপার অ'নারকা পার
আছে একমাত্র ধন।
ও চরণ-সুখ পেয়া মুনি শুক
বেলাছে সংসার-কাম।
শ্রীনারদ ঋষি গার দিবানিশি
বীণা-আ'তে কৃষ্ণনাম।

ও রাধাগোবিন্দ রূপ   সাগর অমৃত
বৈষ্ণব-হৃদিত সদা   আছে বিরাজিত।
ও বৈষ্ণব পদে মোর   কোটি পরণাম ;
কৃপাবিন্দু দিয়োনে এ   মোর মনস্কাম ।

১৩। বৃন্দাবন এরাদিয়া   আহেছে হরি নদিয়া।
লুকাছে শ্যামল রূপ   হুনার রূপে বেড়িয়া।
দণ্ড-কমণ্ডলু লছে   আ'তর বাশীগো থয়া।
মুণ্ডন করেছে শির   মোহন চূড়া বেলেয়া।
বাশীর রাধার নাঙে   ব্রজে যমুনা উজান।
এবাকা রাধার নাঙে   ঝুরের দিয়ো নয়ান।
রাধিকার ভাবকান্তি   নিয়া অ'ছে দেশান্তরি—
প্রেমঝুলি স্কন্ধে নিয়া   রাধার নাঙে ভিখারী।

১৪। ব্রজ বৃন্দাবন   এরাদিয়া শ্যাম
অ'ছে অবতার   নবদ্বীপ ধাম।
গোরা-রূপ লছে   শ্যাম রূপ থয়া—
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা   গোপনে লুকেয়া।
নিজে হরি অ'য়া   হরি হরি বুলে
নাচের গৌরাই   দিয়ো বাহু তুলে।
রাধা রাধা নাঙে   অধর কাপের ;
প্রেমর পুলকে   ভূমিত লুটের।

১৫। পুরবর ভাব   মনে আয়া গৌরা
প্রেমে অ'ছে যেন   পাগলর পারা।
অবিরল ধারা   নয়ানে বহের,
'হরি হরি' বুলে   নাচিয়া বুলের
রাধা রাধা নাঙে   কাপের অধর ;
পুলকে কদম্ব –   দেহ থরথর।
হুনার শ্রীঅঙ্গ   চম্পক যেমন
ধূলিত লুটের   অ'য়া অচেতন।

১৬। গোরা-রূপে চেই ভুলের নয়ান ;
হরিয়া নেবগা নাগরীর প্রাণ।
কলির পাতকী— উদ্ধারর কাজে
আহেছে হে গোরা নদিয়ার মাজে।

১৭। অবতার ধন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
গৌরচন্দ্র প্রভুহে আমার।
নাম বিলানির কাজে অ'ছে নদিয়ার মাজে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
জয়হে জয়হে জয় নিত্যানন্দ—
অবতার প্রভু হলধর।
নাম-প্রেম-চিন্তামণি দের দাতা শিরোমণি
নিত্যানন্দ করুণা-সাগর,
জয়রে জয়রে গৌরাঙ্গ সুন্দর,
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য!
ধন্য নবদ্বীপ ধাম, ধন্য এ ভারত নাম,
আর কলিজীব ধন্য ধন্য।

১৮। তিনবাঙ্গা পুরানির অভিলাষে গৌরহরি
ভক্তবৃন্দ-সঙ্গে অ'ছে নবদ্বীপে অবতরি।

১৯। (থয়াহে) অন্তরে নীলুরা বরণ
বাহিরে ধরেছে হলুনা-আবরণ।
রাধা ঋণ পরি- শোধর কারণ
(ব্রজর) নীলমণি লছে রাধার বরণ।
কালিয়া বরণ অন্তরে লুকেয়া
কাচা-হলুনা-রূপে আহেছে নদিয়া।

২০। গৌরাঙ্গ সুন্দর রূপে মনোহর
নবদ্বীপ মাজে অ'ছে অবতার।
ভাবে ব্রজপতি রাধাপ্রেম-রীতি
'রাধা রাধা' বুলে গড়াগড়ি বার।

প্রেমর পুলকে ঝলকে ঝলকে
প্রেমজল-ধারা বহের নয়নে ।
দিয়ো আ'ত তুলে 'হরি হরি' বুলে
প্রেমে অচেতন অ'র ক্ষণে ক্ষণে ।

২১। সঙ্গে গদাধর নিয়া বিশ্বম্ভর
নাচের প্রেমর রসে গরগর ।
গৌরপ্রেমরস- তরঙ্গ উঠিয়া
যারগা ভুবন বাহিয়া বাহিয়া ।
উচনীচ হাবি হরিপ্রেম-গুণে
প্রেমে আলিঙ্গন দিলা অন্যে অন্যে ।
জাতি-কুলমান হাবি পাহুরিয়া
প্রেমর আনন্দে বিভোর নাচিয়া ।
হরিধ্বনি দের বাসুকি পাতালে ।
নাচের পিঞ্জরে পাখী বুলে বুলে ।
বনে বনমৃগ কাদের ঝুরিয়া ।
পাষাণ যারগা গলিয়া গলিয়া ।

২২। গোরারূপ কাচা হুনার বরণ·······ইত্যাদি (দ্রঃ কীর্তনমালা. প্রথম খণ্ড

২৩। আহেছে নদিয়াপুরে কলিজীবর উদ্ধারে
বেলেয়া (নিজ) বৈকুণ্ঠপুরী ।
রাধাপ্রেম রসধন করানিত বিতরণ
ভক্তরূপে (অ'য়া) অবতরি ।

২৪। 'হরিবল' বুলে গোরা দিয়ো বাহু তুলে
কৃষ্ণনাম-মন্ত্র দের ঘরে ঘরে বুলে ।
হরিধ্বনি দের গোরা ভক্তগণ সনে ।
ব্রজভাবে প্রেমধারা বহের নয়নে ।
ভাবকান্তি বিলাসাদি শ্রীঅঙ্গে লইয়া
রাধাভাবে 'রাধা' বুলে বিভোর নাচিয়া ।
অধম পতিত জন বিচার না!করে
হরিনাম মহামন্ত্র দের যারে তারে ।

২৫। নাচেরহে গৌররায় 'হরি হরি হরি' বুলে—
কীর্তন-মণ্ডলী-মাজে ভক্তসঙ্গে বাহু তুলে।
তাল দের শ্রীনিবাসে, গান গার হরিদাসে,
নাচের গৌরাই মধ্যে বিভোর প্রেমর রসে।

২৬। নাচের গৌরাই চেই দ্বিবাহু তুলিয়া
প্রেমানন্দে মত্ত অ'য়া 'হরিহে হরি' বুলিয়া—
নিতাই দক্ষিণে লয়া, গদাধর বামে থয়া।
গৌরপ্রেম-পারাবারে অইয়া মগণ
ভাবে মত্ত নিত্যানন্দ করের নর্তন।
নিতায়ে নাচের চেই প্রেমর সাগরে।
মধুর ভঙ্গিমা করে নাচেরহে ধীরে ধীরে।
অদ্বৈত মৃদঙ্গ লয়া বাজার তাতা থেইয়া

২৭। গৌরপ্রেমে ঢুলে ঢুলে/হেল দুলে
নিতাই নারেয় চলে।
অবধূত-বেশ ধরে নাম দের ঘরে ঘরে।

২৮। ব্রজ বৃন্দাবনে আছিল বলাই ইত্যাদি দ্রঃ কীর্তনমালা প্রথমখণ্ড)

২৯। হরিনাম নিয়া গোরা জগৎ বাহুরেইলো ;
বুজিল চারিয়ো বারা নামর ধ্বনিলো।
শ্রীরাধাগোবিন্দ-নাম যেন অমৃত-সমান
জনে জনে দিলো হে যাচিয়া।
মধু হরিনাম-ধ্বনি বুজিয়া চেই মেদিনী
ফেইলগা ঘরে ঘরে গিয়া।

৩০। প্রেমর সাগর গৌরাঙ্গ সুন্দর
ঘরে ঘরে দের হরিনাম-ধন
পতিত পামর নাকরে বিচার
ডাহে ডাহে দের করিয়া যতন।
নামর মহিমা নেইহে তুলনা—
প্রেমাবেশে গোরা দিয়া অলিঙ্গন

উদ্ধারিলো চেই জগাই মাধাই—
নদিয়ার দুরাচারী দুয়োজন।

৩১। (নিতাই) হরিনাম দের ঘরে ঘরে—
অধম পতিত ধরে ধরে।
'হরিনাম লয়' মাতে মাতে
যাচে যাচে দের পথে ঘাটে।
নামর ধ্বজর পিছে পিছে
নিতাই চলের নাছে নাছে।

৩২। ধরো ধরো শ্রীচৈতন্য নাম সুমধুর।
এ নামলো অ'ই পার ভবর সাগর।
মধুর মধুর নাম মাতো একমনে—
এ নাম-সমান আর নেই ত্রিভুবনে।
হরিনাম মন্ত্র দিয়া পতিত-জনরে
জীব নিস্তারের গৌরা গিয়া ঘরে ঘরে।

৩৩। গৌরাঙ্গ-চান্দর শোভা কতি অপরূপ!
হুনার কেতকী যেন শ্রীঅঙ্গর রূপ।
গৌরার মাধুরী চেয়া ভুলের নয়ান;
অসার সংসারে অ'র উদাসী পরাণ।
ওরূপ মাধুরী চেয়া ধৈরজ নাহের;
প্রেমর সাগরে মন-পরাণ ডুবের।

৩৪। গৌরাঙ্গ চান্দর চেই হুনার শ্রীঅঙ্গ···· ·······ইত্যাদি
(দ্র: কীর্তনমালা, প্রথমখণ্ড)

৩৫। (নয়ন) ধারার বিরাম নেই।
গৌরার প্রেমর তুলনা নেই।
প্রেমে পুলকিত হুনার শ্রীঅঙ্গ;
অঙ্গে অঙ্গে চেই প্রেমর অরঙ্গ।
ক্ষণে হরি-ধ্বনি শ্রীমুখে মাতের;
অচেতন দেহ ভূমিত লুটের।

গোষ্ঠ

১। প্রাতে রাধা জটিলার অনুমতি নিয়া ।
রন্ধন করলো অন্ন নন্দালয়ে গিয়া ।
রামকৃষ্ণ ভোজনান্তে নিয়া সখীগণ ।
কৃষ্ণর শেষান্ন রাই করলো ভোজন ॥
যশোমতী ইমা আ'তে মণিমুক্তা দিয়া ।
পেঠুইলো শ্রীরাধারে আদর করিয়া ॥

২। যিরীগা যাবটে রাধা কুমারী ।
ফিরে ফিরে চেয়া নন্দর পুরী ॥
নাচলের পদ যাবট-পানে ।
শ্যামর মাধুরী জাগিয়া মনে ॥
নয়ান বুজিয়া রূপ না চেইলু ।
কিয়াকা বন্ধুরে ছাড়িয়া আইলু !

৩। এবেদে গোষ্ঠর বেশে করিয়া সাজন ।
আহিলা রাখাল হাবি নন্দর ভবন ॥
হাবিয়ে ডিলয়া জাক- তারা বাবে বাবে ।
গোষ্ঠত যানার কাজে প্রাণ কানাইরে ॥

৪। ও কানাই ভাই !
গোষ্ঠত যানার সময় যারগা,
ত্বরা করে তিহে আয়
ধেনু হাবি চাতা আছি রহে রহে
আমার বারাদে চেয়া
রাখাল হাবিয়ো আহেছি হাজিয়া
তোরে নেনাত বুলিয়া ॥

৫। (কানাই) কতিয়ো গরব কররতাথাঙ
তি ঘরে বহিয়া থানা ।
নিককা নিককা গোষ্ঠর কালে
তোরে ডাহে ডাহে নেনা !

তোর সাদে ইমা নেইতা আমার
আনি বানা নাপাছিতা ?
এবাকা পেয়াউ উরকে ইমার
কুণ্ডগো বহে আছিতা ?
ত্বরা করে আয়, যিকগা গোষ্ঠত,
হাবিয়ে আছি বাছেয়া।
বেলীয়ো কাইল, ধেনু হাবি চাতা
আছি তোরে চেয়া চেয়া ॥

৬। কানায়ে মাতের হুনে রাখাল ব্রজর।
ইমা-আজ্ঞা বিনে নার গোষ্ঠ যানা মোর ।।
ইমারাঙ গিয়া তুমি করোহে মিনতি।
আহিতউ বনে ইমা দিলে অনুমতি ।।

৭। ওহে ইমা নন্দরাণী!
সাজাদে আমার কানাই-মণি ॥
হাবিয়ো রাখাল আমি আহেছি।
নীলমণি সালে বাছেয়া আছি ॥
যারগা লালয়া গোষ্ঠর কাল।
চেয়া চেয়া আছি ধেনুর পাল ।।

৮। শ্রীদাম, যেইগা আজি গোপাল নাহিতই।
নীলমণি আজি মোর উরকে থাইতই ।।
আজি নাহিতই বনে মোর বাছাধন।
তারে থয়া তুমি আজি করো গোচারণ ।।
একা নীলমণি মোর অঞ্চলর ধন।
তারে বনে এরাদিলে নাথার জীবন ।।

৯। দেহিয়া ইমার ভাব রাখাল ব্রজর,
বিনয় করলা গিয়া রাজার গোচর।
গোপরাজ গোষ্ঠে যানা দিলে অনুমতি,
গোপালরে হাজাদিরী ইমা যশোমতী।

১০। কাদিয়া কাদিয়া ইমা গোপালরে লয়া
বেশ হাজাদিরী চান্দ- মুখ চেয়া চেয়া ।
চরণে নুপুর দিলো কিঙ্কিনি কটিতে,
শ্রীকণ্ঠে মালতীমালা, বাজুবন্ধ আ'তে ।
ময়ূর পাখর চূড়া অতি ঝলমল
যতন করিয়া ইমা শিরে বাধেদিলো ।
অঙ্গে অঙ্গে দিলো বিন্দু কুঙ্কুম কস্তুরী ।
কণ্ডালা শ্রীআ'তে দিলো মোহন বাশরী ।

১১। বাছারে ও যশোদার পরাণ-রতন !
কতো ভাগ্যফলে পাছু অঞ্চলর ধন ।
রাখুরাল যোগ্যবেশে তোরে হাজাদিলু ।
অঙ্গে অঙ্গে তোর নানা আভরণ দিলু ।
এ বেশে তি আকবার নাচ নীলমণি ;
দিয়ো আত বুজে দিতৌ ক্ষীর-সর-ননী।

১২। নাচনে পরাণ মোর নীলমণি ধন !
চেইও আহিগি বুজে মধুর নর্তন ।
(দিলু) কণ্ডালা চরণে হুনার নুপূর
কণ্ডালা শ্রীআতে ঝনঝনি ।
ময়ূর পাখর চূড়া বাধেদিলু,
কাকালিত দিলু কিঙকিনি ।
মৃদঙ্গর তালে তালে নাচ নীলমণি ।
আ'ত দিয়োহানি বুজে দিও ক্ষীর-ননী ।
খিন তেইনতা খিতা খেইনতা,
তালে তালে নাচ চেইকতা ।
তাতা তেইনতা খিতা খেনইনতা
ঝন ঝন ঝন ঝনতাতা ।
মন্দিরার তালে তালে রুণু ঝুনু দিয়া

ঠইগো বুজাত্তা মোর নাচিয়া নাচিয়া ।

১৩। ঝন ঝন ঝন নাচেরত্তা চেই
নীলমণি মোর পরাণ-রতন ।
আনন্দে বুজিয়া বাহিয়া যারগা
আজি চেই মোর নন্দ-ভবন ।
চারিয় বারাদে ব্রজ গোপিকাই
মন্দিরা-তালে ধরত্তারা তাল ।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ রচিত চরণে
থম থম থম নাচের গোপাল
রাতুল চরণে কাকেয়ে কাকেয়ে
(যেন) রাঙা থামপাল জড়িয়া পাড়ের ।
হুনার নুপূর হুনার ঘুঙুর
রুণু ঝুনু ঝনু মধুর রহের ।
বনমালা বুকে, কাণে কুণ্ডল,
কাকালিত পীত বসন ঢুলের
ময়ূর-পাখর চূড়া ঝলমল,
কিনি কিনি কিনি কিঙ্কিনি রহের ।

১৪। নাচেরত্তা চেই নন্দর ঢুলাল,
কাকেয়ে কাকেয়ে দিয়া দিয়া তাল।
কঙালা চরণে হুনার নুপূর
রুণু ঝুনু ঝুনু রহের মধুর ।
থমকে থমকে অঙ্গভঙ্গি দিয়া,
যশোমতী পানে ফিরে ফিরে চেয়া,
পরাণ নেরগা হরিয়া ।
মালতীর মালা ঢুলেরহে গলে ;
চন্দনর বিন্দু শোভের কপালে ।
ময়ূরর পাখ শিরে ঝলমল,

মণির চঞ্চল মকর-কুণ্ডল
গণ্ডস্থলে ঝলমলিয়া।

১৫। রুণুরু ঝুনুরু ঝুনু ঝুনুক রহের।
থম থম থম থমকে থমকে
গোপাল নাচের।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ রেখা
রাঙাপদে আছে লেখা।
কাকেয়ে কাকেয়ে রাঙা থামপাল
জড়িয়া পড়ের।

১৬। গোপালে নাচের;
দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি মৃদঙ্গ বাজের।
ধরিয়া মোহন বেণু নবনী-মাখন
ইমাপানে চেয়া চেয়া করের নর্ত্তন।
মৃহু মৃহু মুকছিলো অমৃত ঢালিয়া
পুরার ইমার আশা হুদিগো বুজেয়া।

১৭। মা ওমা বুলিয়া (চান) বদন তুলিয়া
নবীন কোকিলে যেন ইমারে ডাহের।
'ননীদে ননীদে ও মাও দে' বুলে
(ইমার) অঞ্চলে ধরে ধরে সঘনে মাতের।
আ'তে লয়া ননী, মোহন শ্রীবেণু
নাচিয়া ইমার চেই পরাণ হরের।

১৮। নাচেরতা নন্দলাল যশোদার পঞ্চপ্রাণ।
নাচিয়া নাচিয়া চেই হরের ইমার প্রাণ।
তালে তালে তাল দিয়া নাচেরতা নীলমণি।
যতই নাচের, ইমা দিরী মাখন-নবনী।
রাঙা রাঙা দিয়ো পদে চেই হুনার নুপূর
রুণু ঝুনু রুণু ঝুনু কতি রহের মধুর।

১৯। নাচ বাছা নন্দলাল — যশোদার পঞ্চপ্রাণ !
নাচিয়া শীতল কর — ইমার তৃষিত প্রাণ ।
তালে তালে নাচ বাছা — পরাণর নীলমণি !
দিয়ো আ'ত বুজে দিঙ — মাখন-সর-নবনী ।
হুনার এ ঝনঝনি — দিলু, আর গেনডুরা ।
খেলেয়োগা গোষ্ঠমাজে — হাবি গোপালে মিলিয়া ।

২০। আই বাবা বলরাম, — মুঙে উবা অয়া ।
গোষ্ঠে দিলু নীলমণি — তোর মুখ চেয়া ।
গোষ্ঠত যানার আগে — দিয়োগি গোপালে
হাবি রাখালর লগে — নাচো তালে তালে ।

২১। নাচতারা তালে তালে — গোপালে মিলিয়া,
যশোদা-রোহিণী-মুঙে — রামকৃষ্ণ নিয়া ।
আগোরে আগোই চেয়া — মধুর আ'হিয়া,
রুণু ঝুনু ঝুনু রৌরে — আনন্দে বুজিয়া ।
ঝিনিতা ঝিনিতা ঝিনি — বাজের মৃদঙ্গ ।
তালে তালে চেই কতি — অঙ্গর বিভঙ্গ !

২২। নন্দপুরে নাচতারা — আজি দিয়ো ভাই—
যশোদা-রোহিণী-মুঙে--- — কানাই বলাই ।
আ'তে ধরাধরি দিয়া, — মধুর আ'হিয়া,
ক্ষণে ক্ষণে ফিরে ফিরে — ইমা পানে চেয়া ।
লম্ফ ঝম্ফ দিয়া চেই — নাচের বলাই ;
মৃহু মৃহু পদে লগে — অছেতা কানাই ।

২৩। যারগা পরাণ মোর — আজি গোষ্ঠে বনে,
বাছারে করিয়ো রক্ষা — যত দেবগণে ।
দশদিকে রক্ষা করো — দশ দিকপালে ।

করিছ নৃসিংহ রক্ষা বিপদর কালে।
লোকপাল ব্রহ্মাদেব, দেব দিনমণি
শঙ্কর-শঙ্করী, আর দেব চক্রপাণি।
হাবিরাঙ বাছা মোর কৈলু সমর্পণ,
বিপদে রাখিয়ো তারে— মোর নিবেদন।

২৪। এতা বুলে রক্ষামন্ত্রে অঙ্গ লেপেদিলো,
বাম আ'তে আঙুলিত দন্তাঘাত কৈলো।
শ্রীবদনে গোপালর করিয়া চুম্বন,
রাখালর আ'তে ইমা কৈলো সমপণ।

২৫। নেইগা বলাই, শ্রীদাম, সুদাম!
গোপালরে মোর গোচারণে।
মোর পঞ্চপ্রাণ দিলু তুমারাঙ;
নানিয়োগা তারে দূরবনে।
ক্ষীর-সর-ননী লগে বাধেদিলু;
খোরেয়ো বাছারে ক্ষণে ক্ষণে।
আপদে বিপদে যতনে রাখিয়ো;
আনেদিয়ো বেলী-অবসানে।
পঞ্চপ্রাণ মোর দিয়া তুমারাঙ;
থাইলু মি চেয়া পথপানে।

২৬। (মোর) নীলমণি-ধন যতনে রাখিয়ো।
(মোর) পরাণ-পরাণ (হাবিয়ে) বেড়িয়া থদিয়ো।
আগেদে নাদিয়ো, পিছেদে নাথয়ো,
(হাবিয়ে) চঞ্চল বাছারে বেড়িয়া রাখিয়ো।
বেলী-তাপে তারে ছেয়াত বহেয়ো।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কালে নবনী খোরেয়ো।

ধেনু দূরি ঐলে তারে না পেঠেয়ো ।
বেলী-অবসানে ঘরে আনেদিয়ো ।

২৭। (হুনো) শ্রীদাম, সুদাম, বলাই, সুবল,
বসুদাম আর ও মধু মঙ্গল !
মোর পঞ্চপ্রাণ দিলু তুমারাঙ;
গোপাল হাবিয়ে মিলে তারে রক্ষা করিয়ো।
পথ চেয়া চেয়া থাইলু বাছেয়া;
বেলী-অবসানে বারো মোর কোলে আনিয়ো।

২৮। চেয়া থাইলু তুমার পথ পানে—
গোপাল যারগা মোর গোচারণে ।
না যিছগা বাছা মোর দূরি অয়া;
হুনিঙ বাশীর রব ঘরে থায়া ।
চাতা থাইলু শূন্য নন্দপুরে;
আহিছ ইমার উরে ত্বরা করে ।

অনুরাগ

১। ইমার বিদায় নিয়া শ্যাম সখাসঙ্গে
যারগা যাবট-পথে নানাবিধ-রঙ্গে ।
অট্টালিকা-শিরে কায়া রাধা সুকুমারী
সখী সঙ্গে অনিমেষে বন্ধুরে চেইরী ।
শ্যামরূপ চেয়া রাই ব্যাকুল-অন্তরে
সখীরে মাতিরী কথা অনুরাগ-ভরে !
প্রিয়সখি চেইনে চেইনে !
শ্যাম বন্ধু ধেনু লয়া,
ফিরে ফিরে চেয়া চেয়া যারগা বিপিনে ।
মধুর বাশী বাজেয়া
মধুর মুকছি দিয়া মধুর বদনে ।

নিলোগা হাবি হরিয়া
প্রেম-পঞ্চবাণ দিয়া রাধার পরাণে।

৩। চেইতা চেইতা সখি! কতি অপরূপ!
নীলুরা মেঘালা-সাদে শ্যামচান্দ-রূপ।
যারগা সখার সঙ্গে মধুর নাচিয়া,
লম্ফে ঝম্ফে তালে তালে মুরলী বাজেয়া।
মোর পানে চেয়া চেয়া মধুর আ'হিয়া,
নেরগা প্রেমর রসে পরাণ কাড়িয়া।

৪। চেইতা চেইতা হে সহচরি!
শ্যামর রূপর কতি মাধুরী।
নীলকান্তমণি দেহ-বরণ,
পদ্মযুগ অছে দিয়ো নয়ন।
কপালে চন্দন রেখা উজল,
শ্রীগণ্ডে কুণ্ডল অ'ছে চঞ্চল।
শিরে শোভা অ'ছে ময়ূর-পাখা;
ঝলমল যেন বিজুরি রেখা।
ফুলের শ্রীবক্ষে মালতী-মালা,
দেহিয়া পরাণ অ'র বিভোলা।

৫। হায় প্রিয় ও সজনি!
শ্যামরূপ মুরারুরি পাহুরানি।
(তারে) কালা বুলতারা, কই
ওরূপ কালা নাগই!
নীলমণি কান্তি জিঙে ও লাবণি!
ও রূপে হরের প্রাণ
লাজডর কুলমান
কর্মের কুলর নারী উদাসিনী।

৬। শ্যামল সুন্দর নবীন মেঘালা,
বক-সারি যেন মালতীর মালা।
শ্যামর মধুর অঙ্গ-গন্ধ পেয়া
ভ্রমরা ভ্রমরী আহিতারা ধায়া।
রুণু রুণু ঝুনু বাজের নুপুর ;
কঙ্কন-কিঙ্কিনী কতি সুমধুর !
অমৃত-জিণ্ডিয়া বদন-কমল,
ময়ূরর পাখ চূড়াত উজল,
রাঙা গণ্ডস্থলে কতি ঝলমল
অছে মণিময় মকর-কুণ্ডল !

৭। ব্রজনন্দর নন্দন ঘন শ্যাম
রূপে অপরূপ, জিণ্ডে কোটি কাম।
মালতীর মালা কতি সুমধুর !
অঙ্গ-গন্ধে বেড়ে আছি মধুকর।
মুখপদ্ম রসে অছে ঢলঢল।
গণ্ডে চঞ্চল কুণ্ডল ঝলমল।
মুখ ঝাপেছে কুঞ্চিত কেশরাশি।
রাঙা কণ্ডালা অধরে মৃদু হাসি।
শিখি-পুচ্ছচূড়া নণ্ডে— ছে বাণ্ডেদে।
রুণু ঝুনুরু নুপুর রাঙাপদে।
রূপে ভুলার মুনির যোগধ্যান।
কুলনারীর. হরের কুলমান।

৮। মাত্তো মাত্তো সখি ! মোরে—
পেইতু কিসাদে করে শ্যাম মোর পঞ্চপ্রাণ।
(লোকে) কালা বুলে তারে জানি,
তা যে নীল কান্তমণি,
তা মোর হৃদির মালা, পরাণর তা পরাণ।

কালা কাজে ও সজনি !
অছু ব্রজে কলঙ্কিনী,
কালা বিনে শূন্য ঘর শূন্য মোর এ জীবন
অয়া বদ্ধ গৃহজালে
রাধার পাপ কপালে
নাপেইলু সখি ! মোর বন্ধু পরাণ-রতন ।

৯। সখি ! মোরে মাতো কিহান উপায়—
কিসাদে পেইতু মোর শ্যামরায় ।
কৃষ্ণপ্রেমানলে দারুণ এ জ্বালা—
কতিবা সহিতু মি অবলা বালা !
(মি) কলঙ্কিনী অছু শ্যামর কারণে ;
শূন্য ত্রিভুবন মোর শ্যাম বিনে ।
যিতৌগা মি সখি ! শ্যামনাম লয়া—
যোগিনীর বেশে দেশান্তরী অয়া ।

১০। এ দুঃখর কথা কারে মাততু প্রিয় সজনি !
হৃদির জ্বালা হৃদিত থায়া দহের পরাণি ।
শ্যামর কারণে সখি ! সমর্পিলু কুলমান ।
তবু মোর প্রাণ-ধন নাপেইলু বুজে প্রাণ ।
প্রেমে যত সুখ সখি ! তত পরাণে যাতনা ।
এ প্রেমর জালে আর সহিতু কতি লাঞ্ছনা !

১১। বিষম জ্বালাত পড়লু সখি !
নাপেইলু মোর পরাণ-পাখী ।
শ্যাম প্রেমানলে দ্বিগুণ জ্বলে
গেলগা জীবন মোর বিফলে
হৃদিগোত মোর প্রাণ সজনি !
নাপেইলু শ্যাম কান্তমণি ।

পীরিতির রীতি হার নাপেয়া,
অমৃত ভাবিয়া পান করিয়া,
এবাকা পীরিতি বিষ-অনলে
আছু দিনরাতি বিষম জ্বলে।

১২। পীরিতি করিয়া সখি! কি বিষম জ্বালা!
পরাণ বুজিয়া মোর নাপেইলু কালা।
গেলগা বিপিনে শ্যামে পরাণ হরিয়া;
প্রাণহীন দেহ ঘরে থাইল পড়িয়া।
দিনরাতি কাদে কাদে জীবন কাটিলু;
পড়িয়া শ্যামর প্রেমে কিহানো অইলু!

১৩। বন্ধুর পীরিতি সখি বিষম যন্ত্রণা।
বন্ধুপ্রেমে যত সুখ ততই লাঞ্ছনা।
ঘরে গুরুজন-মুখে সদাই গঞ্জনা।
বন্ধুরে নাপেয়া সখি! দ্বিগুণ যাতনা।
সুখে একগুণ যদি জ্বালাই দ্বিগুণ।
ভাবিলে বাড়ের সখি! প্রেমর আগুন।

১৪। হায়রে প্রাণ সজনি!
শ্যাম রূপে কি মোহিনী!
শ্যাম-রূপর মাধুরী দেখে কুলর রমণী
ধৈরজ হারেয়া সখি! অ'ইতারা উন্মাদিনী।
কুলমান পাহুরিয়া শ্যামর রূপর কাজে
ঝম্প দিতারা প্রেমর অকুল সাগর-মাজে।

১৫। প্রাণবন্ধু কাজে যোগিনীর বেশে
যিতৌগা অমি উদাসিনী।
দুর্ভাগিনী মোর গেলগা যৌবন
অ'য়া ব্রজে কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী।

বন্ধুর শ্রীনাম জপিয়া জপিয়া,
করিয়া রূপর মধুপান,
বন্ধুর প্রেমর সাগরে ডুবিয়া
শীতল করতৌ এ পরাণ।

১৬। প্রাণবন্ধু কাজে যোগিনী সাজিয়া
যিতৌগা মি দেশান্তরে।
পুরেইতৌ আশা হৃদিমাঝে তারে
বাধিয়া যতন করে।
জনম গেলগা শ্যামচান্দ-কাজে
ভাহিয়া নয়ান-জলে।
দুর্ভাগিনী রাধা তাপিত পরাণে
খেদলু দিন বিফলে।

১৭। শ্যাম-নাম মোর কর্ণে
মাতো প্রিয় সখি! ঘনে ঘনে।
শ্যামরূপে অ'য়া কাঙালিনী
অ'ছু ব্রজ রাধা কলঙ্কিনী।
(তার) রূপমধু পানে উন্মাদিনী
কুলমানে অছু উদাসিনী।

দূতী সংবাদ

১। বৃন্দা সখী শ্রীরাধার এদশা দেহিয়া
যিরীগা করিয়া ত্বরা কৃষ্ণ বিছারিয়া
রাধাকুণ্ড তীরে গিয়া শ্রীবৃন্দা দেহিরী —
মাটিত লুটিয়া আছে শ্যাম গিরিধারী।
বৃন্দারে দেহিয়া শ্যাম অ'য়া ঢলঢল
আহ্বরের আগুরেয়া রাধার কুশল।
কৃষ্ণরে মাতিরী তবে শ্রীবৃন্দা চাতুরী :

'রাধার প্রেমর কথা হুন গিরিধারী !'

২। কিতা (মি) মাতত্তু তোরে শ্যাম নটবর !
(রাইর) দুখর কথা মাততে ফাটের অন্তর।
অধোমুখে সুবদনী বয়া ভূমিতলে
তোর সুমধুর নাম জপিরী নিরলে।
নয়ন-ধারালো রাই তিতা ভূমিতলে
তোর নাম লিখে লিখে মুছিরী অঞ্চলে।
চারিবেদে ক্ষণে ক্ষণে চেইরী উঠিয়া-
গুরুজন-ভয়ে রাই চমকিত অ'য়া।

৩। হুনিয়া রাইর দশা শ্যাম সুনাগর
মাতের বৃন্দারে কথা ব্যথিত অন্তর:
'কৃপা করে প্রিয় সখি বৃন্দা সুবদনি !
ত্বরা করে মিলা মোরে রাধা সুবদনী
তবে বৃন্দা বিধুমুখী যাবাটে ফিরিয়া
কৃষ্ণর দুখর কথা মাতিরী বর্ণিয়া।

৪। হুনে সুবদনি !
প্রাণনাথ গোবিন্দর দুখর কাহিনী।
বিরহ-অনলে তোর শ্যাম নটবরে
ভূমে গড়াগড়ি দের তোর কুণ্ডতীরে।
তোর নাম জপে জপে প্রেমাবিষ্ট অ'য়া
আছে প্রাণনাথ তোর পথ চেয়া চেয়া।

৫। হুনিয়া রাধিকা ধনী এ দুখর কথা
নিদারুণ প্রেমানলে অইলী মুর্চ্ছিতা।
এসাদে বিষম দশা দেহিয়া রাধার
সখীয়ে মন্ত্রণা দিলা করিয়া বিচার।
'সুর্যপূজা-ছলে ধনি জটিলার স্থানে

বিদায় লইয়া হাট কৃষ্ণ-দরশনে'।
ঔমতে রাধিকা ধনী বিদায় লইলো;
কৃষ্ণ-দরশন-কাজে সাজ আরম্ভিলো।

সাজন

১। স'জিরী (হে) বিনোদিনী ব্রজগোপী সঙ্গে।
সখী আভরণ দিলা প্রতি অঙ্গে অঙ্গে।
ললিতা সুন্দরী চেই বেণী বাধেদিরী।
সিন্দুর কাজর দিরী বিশাখা পিয়ারী।
চিত্রা দিলো দিয়ো কাণে মকর কুণ্ডল।
চম্পকে মণির মালা উচবুকে দিলো।
তুঙ্গবিদ্যা কটিত কিঙ- কিনী বাধেদিলো।
নীল পীতাম্বর ইন্দু- রেখা পিধাদিলো।
হুনার নুপূর নিলো পদে রঙ্গদেবী।
আলতা চরণে দিলো যতনে সুদেবী।

২। (আজি) সাজিরী শ্রীরাধা সখী সনে
ব্রজনব-যুবরাজ- সঙ্গর কারণে।
(নিজ) প্রাণনাথ ভাবে ভাবে প্রেমর তরঙ্গে
নানা জাত আভরণ দিরী অঙ্গে অঙ্গে।
(দিলো) কটিতটে নীলবাস, কপালে সিন্দুর,
হুনার কঙ্কন আ'তে চরণে নুপুর।
উচবুকে মণিহার অছে ঝলমল,
হুনার যুগল গণ্ডে চঞ্চল কুণ্ডল।

৩। সাজিরীহে রাধা বিনোদিনী–
কৃষ্ণ নাম জপে জপে প্রেমে বাহুলিনী।
অঙ্গে অঙ্গে দিলা সখী নানা আভরণ,
মোহানির কাজে শ্যাম মদন-মোহন।

ঝামে ঝামে লিখে দিলা প্রাণনাথ নাম ;
ওরূপ দেহিয়া মোহ অ'র কোটি কাম ।

৪। সাজিরী রাধিকা ধনী চেই সখীসনে :
সখীয়ে সাজেইতারা নানা আভরণে :
(দিলা) মকর কুণ্ডল কাণে, কপালে সিন্দুর ।
রাঙা দিয়ো পদে দিলা হুনার নুপুর ।
ভ্রমরপুঞ্জর সাদে কালা কেশদামে
আচুবিম্বা মণিঝাপা দিলা ঝামে ঝামে
উচবুকে মণিহার দিয়া অপরূপ
চেইতারা সখী হাবি আচানক রূপ ।

৫। রাধিকা সুন্দরী রূপে সুকুমারী—
বলিহারি এ শোভার।
সিথিত/হিরিত সিন্দুর, নয়ানে কাজর,
বুকে মণিময় হার।
কপালে চন্দন, শ্রীআ'তে বঙ্কন,
কাণে মণির কুণ্ডল ।
পিঠে মনোহর চাচর কেশর
ফুলের বেণী চঞ্চল ।

৬। অঙ্গে অঙ্গে লিখেদিলা সুগন্ধি চন্দনে
মধুময় কৃষ্ণনাম অতি সুযতনে ।
কৃষ্ণনাম" উচ্চারিয়া কৃষ্ণ-দরশনে
অভিসারে রাই ধনী চলিলী বিপিনে ।

৭। ললিতাদি সখী সঙ্গে সাজিয়া নানান রঙ্গে
শ্যামসঙ্গে বিপিন-বিহারে—
'জয় শ্রীমাধব' বুলে বামসুরে পদ তুলে-
ঘিরীগা রাধিকা অভিসারে ।

অভিসার

চলেছে গজগামিনী কৃষ্ণ-দরশনে—
থমকে থমকে ধনী সখীগণ-সনে ।
কাচা ছুনার বরণী, নীলুৱা-বসনী,
ছুলের পিঠে চঞ্চল কালা কেশবেণী ।
ঢলিয়া পড়িয়া কৃষ্ণ- নাম উচ্চারণে ;
চামরে ব্যজন সখী দিতারা যতনে ।

২। চলেছে গজগামিনী যমুনা-পুলিনে—
থমকে থমকে ধনী চঞ্চল নয়ানে ।
রাইর অঙ্গর গন্ধে কুঞ্জর ভ্রমরা
মধু পিঙ পিঙ বুলে গুঞ্জন দিতারা ।
রাইর অঙ্গর লোভে ময়ুরে বেড়িয়া
নাচতারা বুলে বুলে পেখম মেলিয়া ।

৩। চলেছে গজগামিনী; শ্যামর মনোমোহিনী
কুঞ্জবনে শ্যাম-দরশনে—
ছুনার বরণী ধনী সঙ্গে নিয়া গোৱালিনী
প্রাণবন্ধু ভাবে মনে মনে ।
চলেছে হে বিনোদিনী— অপরূপ এ লাবণী—
নব নব যুবতীর সনে—
বৃন্দাবন-বিলাসিনী, শ্যাম-মনোবিহারিণী
প্রাণনাথ শ্যাম-দরশনে ।

৪। মণি-মকর-কুণ্ডল
(দিয়ো) গণ্ডস্থলে ঝলমল ।
রুনু ঝুনু ঝুনু নূপুর বাজের ।
কিনি কিনি কিনি কিঙ্কিনি রহের ।
শ্রীঅঙ্গে রাধার নীলুৱা বসন,

হুনার শ্রীআ'তে হুনার কঙ্কন,
উচ পীন বুকে মণিময় হার—
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে বিজুরি খেলার।

৫। যেইরাগা রাধিকা বিপিনে—
ব্রজগোপী সঙ্গে নিয়া সুবদনী
প্রাণনাথ দরশনে।
হুনার চরণে হুনার নুপুর
রুণু রুণু দের ধ্বনি
কঙ্কন-কিঙ্কিনি বাজের মধুর—
রিণি রিণি কিনি কিনি।
হুনার বরণ রাঙিলা শ্রীগণ্ডে
চঞ্চল অ'ছে কুণ্ডল।
উচ পীন বুকে মণিময় হার
মনোহর ঝলমল।
কুঞ্চিত কেশর দীঘলিয়া বেণী
আছে পিঠে হেলে হুলে;
বেণীর উপরে মণিময় ঝাপা
বেড়ে আছে বনফুলে।

৬। হেলে হুলে রাই ধনী চলেছে হে কুঞ্জবনে—
হুনার লতিকা যেন মৃহু মলয় পবনে।
ললিতার/বিশাখর স্কন্ধে ধরে, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বুলে
প্রেমে অ'ছে বাহুলিনী ভাহিয়া নয়ন-জলে।

৭। রাই-অভিসার কালে— অ'য়া ভীত ভীত—
নবীন-মঞ্জরী মুণ্ডে ঐলী উপনীত।
গুরু রূপা-সখী সঙ্গে বিনয়-বচনে
করিরাহে নিবেদন রাইর চরণে।

৮। যাবট-বাসিনি রাধে ! গোবিন্দ-মোহিনি !
(মোরে) থদে তোর শ্রীচরণে করিয়া দাসিনী ।
নিতি তোর অভিসারে সেবা দিতৌ ফুলে—
কাকেয়ে কাকেয়ে রাঙা- চরণর তলে ।
রাঙা পদে মৃদু মৃদু দিতৌ সম্বাহন ;
হুনার শ্রীঅঙ্গে দিতৌ চামর-ব্যজন ।

৯। প্রেমময়ি ব্রজরাণী !
সঙ্গে নেগা এ দাসিনী ।
তোর দাসী সঙ্গে করে নেগা বৃন্দাবনে ;
বাধিয়া থদেহে রাঙা যুগল চরণে ।
সখী-অনুগতে নিতি নব নব প্রেমে
সাজাদিতৌ দিয়ো রূপ সুগন্ধি কুসুমে ।
তুমার যুগল রূপ চেয়া এ নয়নে
সেবা দিতৌ মৃদু মৃদু চামর-ব্যজনে ।

১০ সখীর গণর মাঝে করিয়া গণন
কৃপা করে দেহে রাধে চরণে শরণ ।
যুগল মিলন-কালে মৃদু সম্বাহনে
সেবা দিতৌ দাসী অ'য়া রাতুল চরণে ।

১১ এ বাঞ্ছা পুরাদে রাধে ! নিজর দাসী জানিয়া !
কোটি জন্মে জন্মান্তরে প্রেমসেবা মোরে দিয়া ।
অ'য়া নিত্য অনুগত শ্রীরূপ মঞ্জরী সনে ।
মন্দ-মন্দ মন্দ সেবা দিতৌ চামর-ব্যজনে ।
কৃষ্ণপ্রেম-অনুরাগে নিতি নিতি বৃন্দাবনে
থদে তোর দাসী করে প্রেমলীলা আস্বাদনে ।

১২। নিতি নিতি রাধে মোরে করিয়া দাসিনী
সঙ্গে নেগা করে তোর লীলার সঙ্গিনী ।

(তোর) অভিসার-পথ ফুলে সাজেয়া যতনে
মন্দ মন্দ সেবা দিতৌ চামর-ব্যজনে।
গড়াগড়ি দিতৌ গিয়া শ্রীরাসমণ্ডলী;
করতৌ লেপন অঙ্গে ব্রজগোপী-ধূলি।
মধুর যুগল-রূপ দেখতৌ নয়নে;
দিতৌ মৃদু সম্বাহন যুগল-চরণে।

১৩। ধীরে ধীরে চলে রাধে!
ব্রজর কঠিন পথে কমলিনি!
তোর এ কণ্ডালা রাঙা পদে।
(মি) ফুল দিতৌ রাধে! পথ-আগে আগে
কাকেয়ে কাকেয়ে অভিসারে;
ফুলর উপরে শ্রীচরণ দিয়া
যাগা প্রাণরাধে! ধীরে ধীরে।

১৪। প্রাণনাথ-পদচিহ্ন এপথে আছেহে পড়ে।
মাতো মাতো প্রাণসখি! প্রাণবন্ধু কতি দুরে।
ছলনা করিয়া কিবা আছেগা কুঞ্জে লুকেয়া।
প্রাণ মোরে দেই সখি! প্রাণবন্ধু মিলাদিয়া।
(এতা বুলে) শ্যাম-পদচিহ্ন-ধূলি অঞ্জলি অঞ্জলি লয়া
সর্বাঙ্গে মাখিরী ধনী কৃষ্ণনাম উচ্চারিয়া।

১৫। যেইরীগা বিনোদিনী কৃষ্ণপ্রেমে বাহুলিনী-
প্রাণনাথ-দরশনে যেইরীগা কুঞ্জবনে।
প্রেমে ধনী গদগদ; না চলের রাঙাপদ।
যেবেদে পড়িরী ধনী, ধরতারা গোরালিনী।

পথরুদ্ধ

১। শ্যাম সুনাগরে রাই- গমন দেহিয়া
আনন্দে আহিল মুণ্ডে বাহু বিস্তারিয়া।

শ্যাম-দরশনে রাই পুলক-অন্তর ;
উথলে আহের উঠে আনন্দ-সাগর ।
তথাপি বাহিরে রাই করিয়া ছলন
মাত্তিরী ক্রোধর মুখে রসর বচন ।

২। কুঙ্গ কুঙ্গ কুঙ্গ মাততা তি ।
অ'ছত চঞ্চল পথে দেহে কুলবতী ।
কারবা পুত্তক তিহে, কুন কামে থার ?
এসাদে চরিতে কিতা লাজো তি নাপার !
পথ এরাদিয়া যাগা যাগা ত্বরা করে ;
নাদিহে লাঞ্ছনা পথে কুল-রমণীরে ।

৩। না চিনলেতা তি মোরে, ও প্রিয় সজনি !
মোর পরিচয় দিঙ— হুনে কথাহানি ।
রাখালর জাত মোর, যশোদা-নন্দন ;
ব্রজকুল-রমণীর মদনমোহন ।
তোর কাজে বুলে বুলে আছু বনে বনে ;
হুদিগো বুজাহে মোরে চেয়া স্থনয়নে ।

৪। চিনলুহে তোরে কালা, (আর) নাদি পরিচয় ।
ব্রজভূমে তোর নাঙ নাজানি কুঙই !
তিনা ননী খানি কাজে চরে হমাছিলে ;
ইমা যশোদার আ'তে বাধন খাছিলে ।
তিনা ব্রজগোপী-বস্ত্র নিয়া পলাছিলে ;
কদম্বর ডালে বয়া কুমেই চাছিলে ।
চররাজা বুলে তোরে হাবিয়েউ জানি ;
যাগা যাগা তোর মুখ নাহের দেহানি ।

৫। চুমছে হে রাধে মোর চরর কাহিনী ;
হুনে যাগা মাতেদিঙ আছে বাকী খানি ।

জীবন মথিয়া মিহে   প্রেমধন লৌরি ;
কুলমান লাজডর   হাবিতা নাশৌরি।
যোগী-ঋষি-দেহ-মন-   চেতন হরৌরি ;
কুলবতী সতী বনে   টানিয়া আনৌরি।
এ চরর কাজে তিনা   এ বনে আহিলে !
জীবন-যৌবন ধন   হাবিতা সপিলে !

৬। (কালা) জানি হে তোর গুণর কথা;
মাততে কত্তি তোর কাহিনী !
(তোর) চরিত কালা, বরণ কালা,
ব্রজর মান্থ হাবিয়ে জানি।
(তি) কুলনারীর কুল নাশিয়া
আনর বনে পাগল করে।
এসাদে হিন নাদিহে আর ;
হমাদিয়ার নাগর ! তোরে !

৭। রাধে কিতা   মাততু মি তোরে।
বিভুলা করেছে তোর   রূপে গুণে মোরে।
তোর সাদে ব্রজভূমে   কিসাদে রমণী
পারেছিতা মোর মন-   পরাণ হরানি !
তোর পঞ্চবাণে রাধে   উতলা অ'ইয়া
বনে বনে বুলুরি মি   জ্বলিয়া জ্বলিয়া

৮। ছনে কালা ! তি   চঞ্চল-মতি !
না জানছ হে   বচন-রীতি।
নারী-সমাজে   আইলেতা তি   কি কারণে ?
ওহে নাগর !   আর না করি
আমার লগে   ছল-চাতুরি,
রাখাল-লগে   ধেনু চরাগা   বনে বনে।

ফিরে যাগাহে, যাগা নাগর,
ছযা নাছেহে চরিত তোর ;
বন-মালতী ফুল-মালালো সাজিয়া তি-
নারী-যৌবন লুটে খান্নিত,
আহেছত তি বন-হাদিত ;
রাজকুমার অ'য়া হে তোর এ কি মতি !

৯। (রাধে) তোর প্রেমর কারণে
আহেছু মি বৃন্দাবনে ।
তোরকা রাখাল-বেশে
বুলুরি মি বনে বনে ;
তোর নাঙে বাশী-ধ্বনি
করুরি মি রাতিদিনে ।

১০। যাগা যাগা দূরি অয়া হে চতুর কালা !
তোর সাদে লম্পটরে নাদেহানি বালা ।
কুলমান লাজডর হাবি তি নাশিলে ;
থইলে তি কুলবন্তী ভাহেয়া অকুলে ।
তোর সাদে মায়াবী হে নেই ত্রিভুবনে ;
মোহর কুলর নারী রূপ-আকর্ষণে ।
তোর সাদে কুন ব্যাধ দিয়া পঞ্চবাণ,
দহিতারা অকারণে অবলার প্রাণ !

১১। না যিতৌগা কমলিনি !
প্রেমময়ি রাধে ধনি !
দেছু তোরে প্রাণ-মন ।
ত জল, মি অছু মীন—
তি বিনে মি প্রাণহীন ;
জীবনর তি জীবন ।

তি তরু, মি লতা ইয়া,
অঙ্গে অঙ্গে বেড়ি দিয়া
তোর প্রেমে আছু বাধা।
তিহে ধন, তিহে প্রাণ,
তি নয়ান, তিহে ধ্যান,
তিহে মোর অঙ্গ আধা।

১২। বিধি সকরুণ অ'য়া
রাধে! মিলাদিলো তোরে।
বিধিগুণে মিলেছু মি
আজি এ সুখ-সাগরে
তি মোর জীবন-ধন,
তি মোর নয়ান-তারা!
রাধাময় বৃন্দাবন—
নাদেহুরি রাধা ছাড়া।

মিলন

১। রাই কানু কুণ্ড-তীরে কৈলা দরশন।
আনন্দে মগন ঐল আজি বৃন্দাবন।
আ'তে আ'ত লয়া দুয়ে কৈলা আলিঙ্গন—
মুখে মুখে চেয়া চেয়া সজল নয়ন।
সেবাপরা সখী আছি সেবালো মগন।
দিয়ো অঙ্গে দিলা নানা পুষ্প বরিষণ।

২। কোটি চন্দ্র জিঙে শোভা রাইর লাবণী;
শারদ আকাশ অ'ছে শ্যাম কান্তমণি।
সুরা মেঘালার বুকে বিজুরি খেলার।
সরোবর-জলে যেন কমল ছুনার।
কনক-লতিকা আছে বেড়েয়া তমাল।
ছুনার কেতকীফুলে ভ্রমরার পাল।

৩। কতি শোভা আজি বৃন্দাবনে !
শ্রীরাধামাধব দিয়ো যুগল-রূপ-মিলনে ।
নীলুবা মেঘালা-বুকে যেন বিজুরি জড়িতা।
তমালর গাছে কিবা বেড়েছে কনকলতা !
শাতছেহে বনে বনে মালতী লবঙ্গলতা,
চম্পক মাধবী আর কেতকী অপরাজিতা
ফুলে ফুলে মধুলোভে রহিতারা বুলে বুলে—
গুন গুন গুন বৌয়ে বেড়িয়া ভ্রমরা-পালে।
কোকিলে পঞ্চম স্বরে দিতারা ধ্বনি মধুর।
পেখম মেলিয়া চেই ময়ূর নাচে বিভোর।

লালসা-প্রার্থনা-মনোশিক্ষা

১। রাধে কুন শুভদিনে
তুমার যুগল রূপ দেখতৌ নয়নে !
কুনদিনে দিতৌ গিয়া ব্রজ বৃন্দাবনে—
নিতি নিতি প্রেমসেবা তোর দাসী-সনে !
দিতৌ দিয়োগির অঙ্গে চামর-ব্যজন !
যুগল চরণে দিতৌ মৃদু-সম্বাহন !

২। ব্রজগোপী-প্রাণনাথ । বন্দে শ্রীচরণে—
দীন অনাথিনী মোরে জীরনে-মরণে ।
মিতে অতি মূঢ়মতি, নেয়োছে ভকতি রতি,
কৃপা করে রাঙা পদে দে মোরে শরণ।
অকুল সাগর-মাজে থাইলু মি বৃথা কাজে ;
এ সাগর তরাদেনে দিয়া কৃপাধন ।
ভরসা করিয়া দয়া আছু রাঙা পদ চেয়া ;
তি বিনে এ ভবে মোর নেই কুনোজন।

৩। চিন্তামণি ভূমি বৃন্দাবন ধামে
নিতি নিতি অ'র লীলা নব নব প্রেমে।
শ্রীরাধা-মাধব-রূপ (এপেই) নিত্য বিরাজিত।
গোপিকা-পদ রেণুলো এ ধাম রঞ্জিত।
নিতি নিতি একমনে ভাবো বৃন্দাবন।
গোপী-অনুগতে ভজো যুগল চরণ।

৪। ভজে মন ! বৃন্দাবন।
ফুলগন্ধে আমোদিত কুসুম কানন।
ফুল বেড়ে বেড়ে মধু করে আস্বাদন
পুঞ্জে পুঞ্জে মধুকর দিতারা গুঞ্জন।
ময়ূর-ময়ূরী নিতি দিতারা নর্ত্তন।
আম্রকুঞ্জে কুঞ্জে অ'র কোকিল-কুজন।

৫। জয় রাধে ! জয় কৃষ্ণ ! জয় বৃন্দাবন-ধন !
শ্রীচরণে দিয়ো সেবা মৃহু মৃহু সম্বাহন।

উপসংহার।

১। শ্রীরাধা গোবিন্দ হয়ে সখীগণ-সঙ্গে
করলা বিবিধ খেলা নানা রসরঙ্গে।
মধুপান, পুষ্পযুদ্ধ বিপিন-বিহার,
ফুলদোল, পাশাখেলা জলকেলি আর।
অপরাহ্ন কালে রাই সখীগণ সনে
আহিলী যাবটপুরে নিজর ভবনে।
রাখালর সঙ্গে কৃষ্ণ গোষ্ঠত মিলিয়া
চলিল নন্দর পুরে ধেনুপাল নিয়া।

২। জয় জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌরভক্তবৃন্দ।

অনুশীলনা

কুন এলাত কুন প্রচলিত এলার সুর অনুশীলন করনি অ'ছে—

ক্রমসংখ্যা	অনুশীলিত এলার প্রথম পঙ্‌ক্তি
বন্দনা গৌরচন্দ্র ১	জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য
২	জয়রে জয়রে .... রাতুল চরণ চায়া
৩	জয়তি জয়তি দেব শ্রীশচী কুমার
৫	জয় শচীনন্দন জগজনজীবন
৬	জয় জয় স্বর্ণময়
১০	গ্‌রুদেব দয়া করো
১১	কৃতাঞ্জলি করি
১২	সকলি অসার এইমাত্র সার
১৩	ব্রজ বৃন্দাবন ছাড়ি নদে এলো
১৪	ব্রজ বৃন্দাবন ছাড়ি আইলা
১৫	পূরব ভাব সঙরি গোরা
১৬	গোরা রূপে লাগিল ধান্ধা
১৮	তিন বাঞ্ছা মনে করি
১৯	অন্তরে চিকন কালা
২০	গৌরসুন্দর রূপ-মনোহর
২১	সঙ্গে পদাধর নাচে বিশ্বম্ভর
২৩	আইলা অবনীতে জীব তরাইতে
২৪	হরিবোল বলিয়া দুই বাহু তুলিয়া
২৫	নাচিছে গৌররায়
২৬	নিতাই ভঙ্গিমা নাচে ধীরে ধীরে
২৭	হেলে দুলে গৌরপ্রেমে
২৯	হরিনাম নিয়ে গোরা জগৎ ভাসাওল
৩০	নামেরি মালা করে .... দান

— x —